আমাদের লোকশিল্প- কামরুল হাসান

সৃজনশীল প্রশ্ন -

প্রশ্ন -১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ঈদে রকিব সাহেব তার মেয়ে শিখুর জন্য নারায়ণগঞ্জের নোয়াপাড়ায় তৈরি শাড়ি কিনে দেন। কিন্তু শিখু শাড়িটি ভারতীয় না হওয়ায় খুবই মর্মাহত হয়। রকিব সাহেব শাড়িটি কেনার কারণ বুঝিয়ে বললে শিখু নিজের ভুল বুঝতে পারে। সে ঈদের দিনে আনন্দের সাথে শাড়িটি পরে এবং তার বান্ধবীরা শাড়িটির প্রশংসা করে।

ক. কোন জেলার কাঠের নৌকা বিখ্যাত? ১
খ. 'নকশা, রং ও বুননকৌশল সবই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী হয়।' – ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের যে শিল্পটির পরিচয় ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রকিব সাহেবের মানসিকতা 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের লেখকের মূল বক্তব্যকে সমর্থন করে। –সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন -২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বউদের আজ কোনো কাজ নাই, বেড়ায় বাঁধিয়ে রশি
সমুদ্রকলি শিকা বানাইয়া নীরবে দেখিছে বসি।
কেউবা রঙিন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপনখানি,
তারে ভাষা দেয় দীঘল সুতার মায়াবী আখর টানি।

ক. খাদি কাপড়ের বিশেষত্ব কী? ১
খ. জামদানি শাড়িকে গর্বের বস্তু বলা হয়েছে কেন? ২
গ. উদ্দীপকটি 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের কোন শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করে? তাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি নয়।" –যুক্তিসহ আলোচনা কর। ৪

প্রশ্ন -৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অপু ও তার বন্ধুরা শিক্ষাসফরে গিয়ে মহাস্থান জাদুঘরে মাটির তৈরি নানা রকম তৈজসপত্র, অলংকার, ফুলদানি ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি দেখে অভিভূত হলো। তারা তাদের শিক্ষক রফিক স্যারকে বলল, স্যার, এদেশের কুমোররা এখনো এ ধরনের দ্রব্য তৈরি করে আমাদের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছে। স্যার বললেন, আমাদের দেশের কুমোরদের এই তৎপরতা শুধু ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে নয়, দারিদ্র্যবিমোচনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ক. ঢাকার কোন জিনিসটি মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল? ১
খ. কাঁসা-পিতলের জিনিস কীভাবে তৈরি করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকের অপুদের দেখা দ্রব্যদি 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধে উল্লিখিত যে ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রফিক স্যারের মন্তব্যটি কী 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধ রচয়িতার প্রত্যাশার প্রতিধ্বনি? তোমার যৌক্তিক মত উপস্থাপন কর। ৪

প্রশ্ন -৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

"কেউবা রঙিন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপনখানি
তারে ভাষা দেয় দীঘল সুতার মায়াবী আখরটানি"— মি. রাজু পল্লিকবি রচিত এ চরণ দুটি আবৃত্তি করে বলেন,— "চরণ দুটিতে বর্ণিত শিল্পকর্মটি আমাদের অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"

ক. ঢাকার নবাব পরিবার কী দিয়ে শীতলপাটি তৈরি করিয়েছিলেন? ১
খ. মসলিন এক সময়ের অনন্য ও অমূল্য সৃষ্টি ছিল– কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের চরণ দুটি 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের গ্রামীণ কোন লোকশিল্পের ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'চরণ দুটিতে বর্ণিত শিল্পকর্মটি আমাদের অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়'। মি. রাজুর এ মন্তব্যটি 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন -৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গ্রীষ্মের ছুটিতে শারিকা মামা বাড়ি বেড়াতে যায়। সেখানে বৈশাখী মেলায় মাটির তৈরি কলস, ফুলদানি, হাঁড়ি, পাতিল ইত্যাদি দেখতে পায়। সে এও দেখতে পায়, গ্রামের মহিলারা জোট বেঁধে এক ধরনের কাঁথা সেলাই করছে। রাতে শোবার সময় মামি তাকে ওই ধরনের একটা কাঁথা দিলেন। পরদিন গ্রামে ঘুরতে বের হলে দেখে, তাঁতিরা কাপড় তৈরি করছে। এসব কিছু তার খুব ভালো লাগে। এগুলোই আমাদের লোকশিল্প। এগুলো টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

ক. আমাদের দেশের মেয়েদের একটি সহজাত শিল্পগুণ কী তৈরি করা? ১
খ. কীভাবে আমরা লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করতে পারি? ২
গ. উদ্দীপকে শারিকা যে কাঁথাটি দেখে তাকে কী লোকশিল্প বলা যায়?– উদ্দীপক ও আমাদের লোকশিল্প প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শারিকার দেখা তাঁতশিল্প ও পোড়া মাটির কাজের ঐতিহ্য লোকশিল্পে কতটা গুরুত্বপূর্ণ– 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

সুখী মানুষ

-মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ

সৃজনশীল প্রশ্ন -

প্রশ্ন -১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জাবেদ সাহেব সৎ, কর্তব্যপরায়ণ ও পরোপকারী সরকারি কর্মকর্তা। তিনি বিত্তবান নন তবে তাঁর জীবনে সুখ ও স্বস্তির অভাব নেই। তারই বন্ধু সাদমান সাহেব সেই অর্থে সুখী নন। তিনি বিত্তবান কিন্তু তার বিত্তের উৎস পুরোপুরি বৈধ নয়। সম্পদ রক্ষা ও অধিক সম্পদ লাভের আশায় তিনি সর্বদা ব্যস্ত। মানুষের হৃদয়ের নিবিড়তম অনুভূতির নাম সুখ। সাদমান সাহেবের জীবনে তা অধরাই রয়ে গেল।

ক. 'সুখী মানুষ' নাটিকার দৃশ্য কয়টি? ১
খ. মোড়লের প্রতি হাসুর সমবেদনা নেই কেন? ২
গ. উদ্দীপকের জাবেদ সাহেব এবং 'সুখী মানুষ' নাটিকার মোড়ল কোন দিক থেকে ভিন্ন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'সাদমান সাহেব কি 'সুখী মানুষ' নাটিকার মোড়ল চরিত্রের প্রতিনিধি? উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

প্রশ্ন -২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

করিম সাহেব শেয়ারবাজারে সামান্য অর্থ বিনিয়োগ করে অধিক লাভবান হন। পরে লাভের আশায় তিনি সম্পূর্ণ মূলধন বিনিয়োগ করে আর্থিক সচ্ছলতা আশা করেন। কিন্তু হঠাৎ শেয়ারবাজারে ধস নামলে লাভ তো দূরে থাক মূলধনও হারালেন। এখন করিম সাহেব অশান্তিতে ভুগছেন।

ক. মোড়লের বিশ্বাসী চাকরের নাম কী? ১
খ. সুখকে কঠিন জিনিস বলা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের করিম সাহেব 'সুখী মানুষ' নাটিকায় কার প্রতিবিম্ব? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'বেশি লাভের দিকে দৃষ্টি না দিলে করিম সাহেবকে অশান্তিতে ভুগতে হতো না'– মন্তব্যটি 'সুখী মানুষ' নাটিকার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন -৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কদমতলীর চেয়ারম্যান সাহেব খুবই অসুস্থ। এক চাকর নসু মিয়া আর চেয়ারম্যান সাহেবের চাচাতো ভাই কদম আলী তার দেখাশোনা করছে। ডাক্তার খুবই চেষ্টা করছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এক ওষুধ বদলে আর এক ওষুধ দেয়া হচ্ছে কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। এক রাতে কদম আলী স্বপ্নে দেখল, একজন কেউ জমি হারিয়ে কাঁদছে আর বলছে, 'তোমাদের চেয়ারম্যান সাহেবের অসুখ কোনোদিন ভালো হবে না। ও আমার সব কেড়ে নিয়েছে। খোদার বিচার সূক্ষ্ম।' এরপর কদম আলীর ঘুম ভেঙে গেল।

ক. হাসুদের গ্রামের নাম কী? ১
খ. "মনের মধ্যে অশান্তি থাকলে ওষুধে কাজ হয় না।" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চেয়ারম্যান সাহেবের চরিত্রের সঙ্গে 'সুখী মানুষ' নাটিকার মোড়লের চরিত্রের সাদৃশ্য দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'সুখী মানুষ' নাটিকার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মিরাজের বাবার খুব অসুখ। মিরাজদের পাশের গ্রামে এক বিচক্ষণ কবিরাজ থাকেন। কবিরাজের কাছে গিয়ে সে তার বাবার কথা বলে কেঁদে ফেলল। বলল, 'কবিরাজ মশায় আপনি আমার বাবাকে বাঁচান।' কবিরাজ এ কথা শুনে উত্তর দিল, 'কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না।' কারণ বিচক্ষণ কবিরাজ জানতেন, মানুষের পক্ষে রোগ সারানো সম্ভব, কিন্তু মানুষের জীবনকে চিরদিন স্থায়ী করা সম্ভব নয়।

ক. মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১
খ. 'মানুষ এবং প্রাণী অমর নয়।'– এ কথাটির গভীরতা নির্দেশ কর। ২
গ. উদ্দীপকের কবিরাজ চরিত্রের সঙ্গে 'সুখী মানুষ' নাটিকার কবিরাজের সাদৃশ্য দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'সুখী মানুষ' নাটিকার সমগ্র ভাব ধারণ করে কি? মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

প্রশ্ন -৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গ্রামের পাশে ছোট্ট একটা কুটির। সেই কুটিরে বাস করে এক গরিব জেলে। নদী থেকে মাছ ধরে আর সেই মাছ বিক্রির টাকা দিয়ে প্রতিদিনের খাবার প্রতিদিন কিনে নিয়ে আসে। যেদিন মাছ পায় না সেদিন পানি খেয়েই দিন কাটিয়ে দেয়। এ নিয়ে তার দুঃখ তো নেই-ই বরং সে সুখী। কারণ অর্থই অর্থের মূল। জেলে নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে করে।

ক. লোকটা কার মতো হাসছিল? ১
খ. 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'– এ কথাটি কেন বলা হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের জেলে চরিত্রের সঙ্গে 'সুখী মানুষ' নাটিকার কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ-ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'অর্থই অনর্থের মূল'– 'সুখী মানুষ' নাটিকার আলোকে উদ্দীপকের এ মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

মংডুর পথে- বিপ্রদাশ বড়ুয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন -

প্রশ্ন -১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জাবিদ পেশায় প্রকৌশলী। দাপ্তরিক কাজে তিনি জাপান যান। সেখানকার পরিকল্পিত রাস্তাঘাট দেখে, অত্যাধুনিক আরামদায়ক গাড়িতে চড়ে তিনি অভিভূত হন। সেখানে একটি বিলাসবহুল সুসজ্জিত হোটেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। হোটেলে ব্যায়ামগার, সুইমিংপুল, বলরুমসহ যাবতীয় সুবিধাদি পেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়।

ক. আরাকান রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন রাজধানীর নাম কী? ১
খ. 'মংডুর মহিলারা চির স্বাধীন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের হোটেলে জাবিদের অবস্থা এবং 'মংডুর পথে' রচনায় লেখকের অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'মংডুর পথে' রচনার সমগ্র ভাব প্রকাশ করেনি। মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন -২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পরীক্ষা শেষে মাওসুল তার বাবা-মা'র সাথে কক্সবাজার বেড়াতে এসেছে। সে শুনেছে সমুদ্র সৈকতে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক লোকজন বেড়াতে আসে নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করতে, বিশেষ করে সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার জন্য সেখানে অনেক মানুষের ভিড় হয়। আজ বাস্তবে সৈকতে এসে সে দেখতে পেল রাবার বাগান, ডুলাহাজারীর সাফারি পার্ক, বৌদ্ধমন্দির, রাখাইনদের বার্মিজ মার্কেট, বাজার ঘাটায় প্রচুর গলদা চিংড়ি।

ক. 'মংডুর পথে' গল্পের লেখকের নাম কী? ১
খ. 'ব্যান্ডেল' বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে মাওসুলের ভ্রমণকাহিনীর সাথে 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনীর যে দিক প্রকাশ পেয়েছে– তা তোমার নিজের ভাষায় লিখ। ৩
ঘ. 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনীতে লেখকের অনুভূতির সঙ্গে উদ্দীপকের অনুভূতি এক নয়– প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন -৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নামটাই মায়া জাগানিয়া ভালোরিয়া। ইতালিয়ান ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম সৈকতের তীরে গড়ে ওঠা নির্জন এ শহর যৌবন পেরিয়ে চলে গিয়েছিল বার্ধক্যে। শহরেরও জীবন আছে। আমাদের অলক্ষে শহরের বয়স বাড়ে। ঠিকমতো যত্ন না নিলে মরেও যায়। মানবসভ্যতায় অনেক বড় বড় শহর মরে গেছে এভাবে। ভালোরিয়াও মরে যাচ্ছিল প্রায়। আর সব শহরের মতো এখানেও ছিল একই সমস্যা। কাজের সন্ধানে সব তরুণ পাড়ি জমাচ্ছিল মিলান, রোমের মতো বড় শহরে। একটি সময় এলো, যখন শহরের বাসিন্দা মাত্র ৩০ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা।

ক. পূর্বে স্বাধীন আরাকান রাজ্য কোন সাগরের কাছাকাছি ছিল? ১
খ. মিয়ানমারের মেয়েরা রাস্তার পাশে দোকান নিয়ে বসে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ভালোরিয়া শহরের সাথে 'মংডুর পথে' রচনায় বর্ণিত মিয়ানমারের তুলনা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'মংডুর পথে' রচনার সামগ্রিকভাব ধারণ করে না।" মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন -৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ব্রিয়াংকা জার্মানি থেকে বাংলাদেশে এসেছে একটি গবেষণামূলক কাজে। নদী ভাঙা অঞ্চলের মানুষের সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য। সিরাজগঞ্জের একটি গ্রামে এসে উঠেছে সে, এখানকার বেশিরভাগ রাস্তাঘাট কাঁচা। গ্রামের আশপাশে, ভেতরে আম, জাম, কাঁঠালের অনেক গাছ। গ্রামের বেশিরভাগ পুরুষ কৃষিকাজ করে আর মহিলারা ঘরে কাজ করে। এখানকার বাড়িগুলো টিনের তৈরি। বেশিরভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

ক. বিপ্রদাশ বড়ুয়ার উপন্যাসের নাম কী? ১
খ. 'তাহলে কী করে দেশের সব মানুষের সঙ্গে আমার সখ্য নিবিড় হবে'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের উলিণ্টখিত বাংলাদেশের গাছপালার সঙ্গে 'মংডুর পথের' ভ্রমণকাহিনির গাছপালার সাদৃশ্য দেখাও। ৩
ঘ. 'প্রতিবেশী দেশ হওয়ার পরও বাংলাদেশের অনেক গ্রামের অবকাঠামোগত দিক মংডুর চেয়ে আলাদা'– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন -৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান। মুসলমানদের উপাসনালয়ের নাম মসজিদ। মসজিদে নামাজ পড়ান ইমাম সাহেব। ইমাম সাহেব লম্বা জোব্বা পরেন, পায়জামাও পরেন। অবশ্য সেই পায়জামা পায়ের গিরার ওপর পর্যন্ত পরতে হয়। এটি ইসলামি নিয়ম। ইমাম সাহেবের মাথায় থাকে টুপি এবং মুখে দাঁড়ি। যেকোনো মুসলিম দেশে ইমাম সাহেবদের সম্মানের চোখে দেখা হয়।

ক. 'চীবর' কী? ১
খ. লেখক মংডুতে বোরকা পরা মহিলার ছবি তুলতে গেলে ছাতা দিয়ে সে আড়াল তুলে দিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইমাম সাহেবের পোশাকের সঙ্গে ফুঙ্গিদের পোশাকের বৈসাদৃশ্য দেখাও। ৩
ঘ. 'প্রত্যেক ধর্মের মানুষের কাছে ধর্মযাজকরা সম্মানের পাত্র।'– উক্তিটি উদ্দীপক ও 'মংডুর পথে' রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

বাংলা নববর্ষ –শামসুজ্জামান খান

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রশ্ন -১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সীমা ও চৈতি দুই বান্ধবী। আজ তাদের খুব আনন্দের দিন, কারণ আজ নববর্ষ। তারা দুজনে লালপাড় সাদা শাড়ি পরে চলে যায় রমনার বটমূলে। সেখানে কত মানুষের ভিড়। ছেলে, মেয়ে, শিশু, বুড়ো সবাই সেজেছে নতুন সাজে। সেখানে সীমার খালাতো বোন তন্বীর সাথে দেখা। সীমা খালা-খালু সবার খোঁজ পেল তন্বীর কাছ থেকে। ছোট খালাতো বোনের জন্য কিনে দিল নানান খেলনা। নিজের বাড়ির জন্য কিনে নিল কুলা, ঝুড়ি, হাঁড়ি, পাতিল ইত্যাদি। চৈতি মনের আনন্দে গেয়ে উঠল :

তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক
মুছে যাক গণ্ডানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

ক. বাংলা সন চালু করেন কে? ১
খ. হালখাতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. চৈতির গানে বাংলা নববর্ষের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? -ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের মূল সুরটিই যেন ফুটে উঠেছে।— উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন -২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুমী তার দাদার সাথে মথুরাপুর গ্রামে মেলা দেখতে যায়। সে মেলায় গিয়ে নাগরদোলায় চড়ে, বায়স্কোপ দেখে। মেলায় আছে গ্রামের মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্র। মুড়ি, মুড়কি, জিলাপি, বাতাসা, শাপলা-শালুক দোকানিরা থরে থরে সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে।

ক. কত হিজরিতে বাংলা সন চালু হয়? ১
খ. "কিন্তু সে-বিজয় স্থায়ী হয়নি"–কেন বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ."উদ্দীপকের মেলা ও 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের রমনার মেলা এক নয়।"– উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন -৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নদীর কোল ঘেঁষা বটতলায় হাজার হাজার মানুষ জমেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন এটা-ওটা খেলনা কিনছে, তেমনি তাদের বাবারাও কাঠের আসবাব, মসলাপাতি কিংবা তৈজসপত্র কিনছেন। আর একটু দূরে শোনা যাচ্ছে নাগরদোলার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ। এ দিনটির জন্য আশপাশের গাঁয়ের মানুষেরা প্রায় বছরজুড়ে অপেক্ষায় থাকে।

ক. বাংলা সন চালু করেন কোন শাসক? ১
খ. আমানিকে আঞ্চলিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' রচনায় উল্লিখিত কোন সর্বজনীন উৎসবের পরিচয় রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ.উল্লিখিত উৎসব ব্যতীত বাঙালির আরও উৎসবের পরিচয় পঠিত রচনায় রয়েছে– বক্তব্যের তাৎপর্য বিচার কর। ৪

প্রশ্ন -৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পয়লা বৈশাখে বাংলার জনসমষ্টি অতীতের সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে নতুনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওঠে। তারা জানে এ নতুন অনিশ্চিতের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। তাই মন সাড়া দেয়, চঞ্চল হয়, নতুনকে গ্রহণ করার প্রস্তুতি নেয়। সবাই আটপৌরে জামাকাপড় ছেড়ে ধোপদুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ পরে, বটের তলায় জড়ো হয়ে গান গায়, হাতে তালি বাজায়, মুখে বাঁশি ফুঁকে, মাঠে ঘাটে খেলায় বসে পড়ে, পুকুরে সাঁতার কাটে। সবকিছু মিলে দেশটা যেন হয়ে উঠে উৎসবমুখর।

ক. সাল কথাটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? ১
খ. 'হালখাতা' অনুষ্ঠানটি এখন আর তেমন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'সবকিছু মিলে দেশটা যেন হয়ে ওঠে উৎসবমুখর'– উদ্দীপক ও 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন -৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজ পয়লা বৈশাখ। ছুটির দিন। সকালে ঘুম থেকে উঠে মিতুল টেলিভিশনে বিদেশি চ্যানেলে অনুষ্ঠান দেখছে। মিতুলের বাবা মাহমুদ সাহেব এসে বাংলাদেশি চ্যানেলে অনুষ্ঠান দেখতে বললেন। মিতুল প্রশ্ন করল, কেন? উত্তরে তিনি বললেন, রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাঙালির রয়েছে হাজার বছরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাস। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে জারি-সারি ভাটিয়ালির মতো বিবিধ লোকসংগীত, আর ছয় ঋতুর এই দেশে বছরের বারোটি মাসজুড়ে পালিত হয় নানা উৎসব। সময় স্বল্পতার জন্য নানা কারণে পুরো দেশ ঘুরতে না পারলেও প্রযুক্তির কল্যাণে ঘরে বসে টেলিভিশনে আমরা এসব অনুষ্ঠান, মেলা, খেলা দেখতে পারি। তাই অতিমাত্রায় বিদেশি অনুষ্ঠান দেখার প্রবণতা দূর করে বাংলাদেশি চ্যানেলের দেশীয় অনুষ্ঠান দেখা উচিত।

ক. ছায়ানট কী? ১
খ. লেখকের মতে গ্রামবাংলায় বার্ষিক মেলাগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল? ২
গ. মাহমুদ সাহেবের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে বাঙালি চেতনার যে দিকটি ফুটে উঠেছে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের আলোকে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বাংলা সংস্কৃতির বিকাশের বিষয়টি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের আলোকে বিশেণ্ডষণ কর। ৪

বাংলা ভাষার জন্মকথা-

হুমায়ুন আজাদ

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রশ্ন -১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অষ্টম শ্রেণির বাংলা ক্লাসে শিক্ষক বলেন, সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেনি। কিছু সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যবহার হলেও প্রকৃতপক্ষে এ ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়নি। তার অনেক কারণ আছে। সংস্কৃত হলো মৃতভাষা। সাধারণ মানুষ কথা বলত বিভিন্ন রকম প্রাকৃত ভাষায়। প্রাকৃতের পরবর্তী রূপ অপভ্রংশ। এই অপভ্রংশ থেকে বিভিন্ন ভাষার মতোই বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। ভাষা পণ্ডিতগণও তাই প্রমাণ করেছেন।

ক. পৃথিবীর আদি ভাষাগোষ্ঠীর নাম কী? ১
খ. কীভাবে একটি নতুন ভাষার জন্ম হয়? ২
গ. সংস্কৃতকে মৃতভাষা বলার কারণ 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ.ভাষা পণ্ডিতগণ কীভাবে বাংলা ভাষার জন্ম ইতিহাস প্রমাণ করেছেন? উদ্দীপক ও 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন -২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভাষা বহতা নদীর মতো গতিশীল। নদী যেমন চলতে চলতে মোড় বদলায়, বাঁক নেয়, ভাষাও তেমনি মানুষের মুখে মুখে বদলাতে বদলাতে নতুন রূপ নেয়। এভাবে সৃষ্টি হয় নতুন ভাষার। মূলত ভাষার ধর্মই হচ্ছে বদলে যাওয়া। বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনায় গবেষকরা দেখিয়েছেন কত রকম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের বাংলা ভাষার উদ্ভব। বিভিন্ন পণ্ডিত নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বাংলা ভাষার যে বর্তমান রূপ তা বহু বছরের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন, আবর্তন-বিবর্তনের ফল।

ক. ভাষাতাত্ত্বিক কারা? ১
খ. ভারতীয়-ইউরোপীয় ভাষাবংশ সম্পর্কে যা জান লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের অংশটি কীভাবে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলা ভাষার বিবর্তনের প্রকৃতি 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে বিশেণ্ডষণ কর। ৪

প্রশ্ন -৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলাদেশে আঞ্চলিক ভাষাগুলোর একটি থেকে আর একটির পার্থক্য রয়েছে। যেমন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা, বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষা, বরিশালের আঞ্চলিক ভাষা। কালক্রমে প্রমিত ভাষা থেকে এগুলো এত দূর আলাদা হয়ে উঠতে পারে যে তখন আর একে বাংলা ভাষা বলা যাবে না। এভাবে নতুন ভাষা তৈরি হয়। প্রাকৃত ভাষা থেকে এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাংলা ভাষা।

ক. ভাষাবংশ কী? ১
খ. ভাষাকে বহতা নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' পর্যালোচনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নতুন ভাষা তৈরির যে প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে তার যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন-৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
তমাল তার নানুর কাছে শুনেছে কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের কথা। জেনেছে এটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। নানু এ কাব্য থেকে দুটি শ্লোক আবৃত্তি করে শোনান তমালকে। সে তার একটি বর্ণও বুঝতে পারে না। তমাল অবাক হয়, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় এতো পার্থক্য। অথচ নানু বলেন, সংস্কৃত থেকেই নাকি জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার।
ক. প্রাচীন আর্যভাষার কয়টি স্তর? ১
খ. বৈদিক ভাষা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে সংস্কৃত ভাষার যে দুর্বোধ্যতার কথা বলা হয়েছে তা 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের সঙ্গে কতটা সংগতিপূর্ণ, বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বাংলা ভাষার জন্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে উদ্দীপকের নানুর বক্তব্যের যথার্থতা তোমার পঠিত প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন-৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলভেদে ভাষার প্রয়োগে ভিন্নতা রয়েছে। নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষজন যেভাবে কথা বলে, তার সঙ্গে বরিশাল অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষার বেশ পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; 'আমাদের বাড়ি এসো'। এ বাক্যটিকে নোয়াখালী অঞ্চলের লোকেরা বলবে, 'আংগো বাড়ি আইও' আর বরিশাল অঞ্চলের লোকেরা বলবে, "মোগো বাড়ি যাইও।" এ পার্থক্যের কারণ হচ্ছে আঞ্চলিকতা। তাই অঞ্চলভেদে বাংলা ভাষার ব্যবহারে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য।
ক. আর্যভাষার প্রথম স্তরের নাম কী? ১
খ. "সংস্কৃত নয়, প্রাকৃত ভাষা থেকেই উদ্ভব ঘটেছে বাংলা ভাষার।"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অঞ্চলভেদে ভাষার বৈচিত্র্য 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধে বর্ণিত ভাষার কোন বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনার সঙ্গে ভাষা বিবর্তনের যে চিত্র তা 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

কবিতা

বাবুরের মহত্ত্ব

—কালিদাস রায়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রতন চৌধুরী বদমেজাজি মানুষ। এক সময় ডাকাত দলের সর্দার ছিলেন। ডাকাতি করে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছেন। এলাকার মানুষ তাকে ভয় পায়। একবার তিনি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হলেন। লোকজন ভাবল, তারা আর ন্যায় বিচার পাবেন না। কিন্তু ঘটল উল্টো ঘটনা। রতন চৌধুরী মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে লাগলেন। দুঃখি মানুষের খোঁজখবর নিয়ে তাদের সাহায্য করা শুরু করলেন। তিনি স্থির করলেন ভালো কাজ করে নিজের বদনাম ঘোঁচাবেন।

ক. খানুয়ার প্রান্তর কী? ১
খ. 'মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর'– কথাটির তাৎপর্য কী? ২
গ. উদ্দীপকের রতন চৌধুরীর সাথে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার সাদৃশ্য আছে কি? থাকলে তা উপস্থাপন কর। ৩
ঘ. ভালো কাজ করে নিজের বদনাম ঘোঁচানো আর হিন্দুর-হৃদি জিনিবার লাগি করিতেছে সুশাসন- সমঅর্থবোধক কথা – বিশ্লেষণ কর। ৪

২. রানা স্কুলে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল একটা ছেলে রাস্তার পাশে ডোবায় পড়ে গেছে। ছেলেটি সাঁতার জানে না। পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার অবস্থা। রানা দ্রুত স্কুল ব্যাগ রেখে পানিতে লাফিয়ে পড়ল। ডোবার নোংরা পানি থেকে ছেলেটিকে উদ্ধার করল সে। এ সময়ের মধ্যে লোকজন জড়ো হলো। কেউ কেউ বলল, বস্তির ছেলের জন্য ডোবায় লাফ দিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করার কি দরকার ছিল?

ক. পানিপথ কী? ১
খ. 'ফেলে দিয়ে ওরে এখন করগে স্নান'– এই কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা ও রানা চরিত্রের সাথে তোমার পঠিত 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকটি আলোচনা কর। ৩
ঘ. 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' কথাটি উদ্দীপক ও 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. করিম সাহেব একজন সৎ মানুষ। তিনি গ্রামের সব মানুষকে ভালোবাসেন। সবার বিপদে সাহায্য করেন। কিন্তু রহমান নামে একজন করিম সাহেবকে সহ্য করতে পারে না। তার ধারণা করিম সাহেব বদ মতলব নিয়ে মানুষের উপকার করেন। এ ধারণা থেকে রহমান করিম সাহেবের ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। অথচ একদিন রহমান বিপদে পড়লে করিম সাহেব সবার আগে ছুটে আসেন। এতে রহমানের ভুল ভাঙে।

ক. 'মসনদ' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'বীরভোগ্যা এ বসুধা এ কথা সবাই কয়'– কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের রহমানের সাথে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার বিশেষ চরিত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত কর। ৩
ঘ. 'মানুষের কল্যাণে যিনি নিয়োজিত থাকেন। যোগ্য সম্মান তারই প্রাপ্য কথাটি উদ্দীপক ও 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪. রায়হান ও হাবিব দুজন একই পাড়ায় বাস করে। হাবিব রায়হানকে সহ্য করতে পারে না। সে ঠিক করল, রায়হানকে রাস্তায় ধরে মারবে। রায়হান কিন্তু হাবিবের মতো নয়। সে হাবিবকে ভালোবাসে। হাবিবের জন্মদিনে রায়হান তার বাসায় গেল। রায়হানকে দেখে হাবিব বিস্মিত হলো। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিজের অপরাধের কথা বলে ক্ষমা চাইল।

ক. কবিশেখর কার উপাধি? ১
খ. 'কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর'- কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার সাদৃশ্য উপস্থাপন কর। ৩
ঘ. 'বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে- কথাটি উদ্দীপক ও 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. প্রচণ্ড বন্যায় ডুবে যায় টাঙ্গাইলের ব্যাপক অঞ্চল। অনেকেরই বাড়ি-ঘর ডুবে যায়। নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে অগণিত মানুষ। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এমনি একটা পরিবার নৌকায় চড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে। তীব্র স্রোতের টানে নৌকাটি উল্টে গেলে সবাই সাঁতার কেটে উঠে এলেও জলে ডুবে যায় একটি শিশু। বড় মিয়া নামের এক যুবক এ দৃশ্য দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধার করেন শিশুটিকে। কূলে উঠে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ডাক্তার এসে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে জানালেন বড় মিয়া আর বেঁচে নেই।

ক. রণবীর চৌহান কে ছিলেন? ৩ ১
খ. 'বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে'- কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বড় মিয়া আবরণে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৪ ৩
ঘ. উদ্দীপকটিতে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার একটা বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটলেও সমভাব ধারণ করে না– যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। ৪

নারী-কাজী নজরুল ইসলাম

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রশ্ন -১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ঠিকাদার মোশাররফ পুরুষ শ্রমিকদেরকে ১৫০ টাকা করে মজুরি দিলেও নারীশ্রমিক ৩ জনকে দিলেন ১২০ টাকা করে। এই বৈষম্য মেনে নিতে পারে না নারীশ্রমিক সুফিয়া। হতাশ কণ্ঠে সে বলে ওঠে, "এইডা আবার কোন বিচার"।

ক. 'নারী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত? ১
খ. 'নর যদি রাখে নারী বন্দী, তবে এর পরযুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে'– বুঝিয়ে লেখ
গ. উদ্দীপকে 'নারী' কবিতার প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "মূলভাব এক হলেও উদ্দীপকের চেয়ে 'নারী' কবিতার বিষয়বস্তু ব্যাপক"– মন্তব্যটি সঠিক কিনা বিচার কর। ৪

প্রশ্ন -২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মনোয়ারা একজন নারী হয়ে জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করেছেন। সম্প্রতি সিটি কর্পোরেশনের মতো বিশাল কর্মযজ্ঞ তিনি কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করেছেন। নারী হলেও তিনি কোনো সমস্যায় পড়েননি।

ক. 'নারী' কবিতাটি কে লিখেছেন? ১
খ. কবি বর্তমান সময়কে 'বেদনার যুগ' বলতে কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. মনোয়ারার কার্যক্রমে 'নারী' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে কবির অনুভূতির প্রতিফলন ঘটলেও 'নারী' কবিতায় কবি আরও বেশি ব্যঞ্জনাময়"–বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন -৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রিকশাচালক রমিজের একার আয়ে সংসার চলে না বলে স্ত্রী আকলিমা অন্যের বাসাবাড়িতে কাজ করে যা পায় তা দিয়ে সংসারে সহযোগিতা করে। তাদের বড় মেয়ে রেবেকার বিয়ের প্রস্তাব আসলে রমিজ বলে– 'এ ব্যাপারে আমার স্ত্রীর মতামত নিতে হবে'।

ক. 'নারী' কবিতাটি কোন কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে? ১
খ. 'সে যুগ হয়েছে বাসি'– বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের রমিজ যে কারণে স্ত্রীর মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছে তা 'নারী' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের মূল বক্তব্যে কাজী নজরুল ইসলামের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি ফুটে উঠেছে"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন -৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

লোকগীতি শিল্পী কাঙালিনী সুফিয়া জীবিকার তাগিদে কোদাল-টুকরি নিয়ে পুরুষ শ্রমিকদের সাথে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটি কাটেন। দিন-শেষে মজুরি মেলে দুই শত টাকা, কিন্তু পুরুষ শ্রমিক পান তিন শত টাকা। হায়রে, এ কেমন আইন? মালিকপক্ষকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পান– এটাই নিয়ম, এটাই আইন।

ক. 'নারী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত? ১
খ. ইতিহাসে পুরুষের অবদান যতটা লেখা হয়েছে, নারীর অবদান ততটা লেখা হয়নি কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ভাবের সাথে কীভাবে 'নারী' কবিতার ভাবার্থ সাদৃশ্যপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'নারী' কবিতার একটি খণ্ডচিত্র মাত্র"– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

প্রশ্ন -৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পৃথিবীতে যে জীবন প্রবাহ চলছে, তা মূলত নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলাফল। নারী ছাড়া পুরুষ যেমন নিরর্থক, পুরুষ ছাড়াও নারী তেমনি মূল্যহীন। অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয়েই সমঅধিকারী। শারীরিক কাঠামো বা কার্যক্ষেত্রের পার্থক্যের কারণে পুরুষরা যদি নারীদেরকে অবজ্ঞা করে বা অক্ষম ভাবে, তবে সেটা নিতান্তই মূর্খতার পরিচয়। কারণ, বিশ্বের সব সৃষ্টির মূলে পুরুষের পাশাপাশি নারীর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অবদান রয়েছে।

ক. 'কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর' কথাটির অর্থ হলো- অসংখ্যা নারী স্বামীকে হারিয়েছে। ১
খ. কবির চোখে নারী-পুরুষে ভেদাভেদ না থাকার কারণ দেখাও। ২
গ. উদ্দীপকে 'নারী' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দেখাও যে, উদ্দীপকের ভাববস্তু ও 'নারী' কবিতার ভাববস্তুর আদর্শের অনুসারী। ৪

আবার আসিব ফিরে- জীবনানন্দ দাশ

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রশ্ন -১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজকে সকালে এই গ্রাম দেখে পলক পড়ে না চোখে
নদীর কিনারে, ঘন বনের ধারে অমাবস্যার দিঘির পাড়ে
আম, জাম, কাঁঠালের মিনারে মিনারে
ধান খেত ঘেরা সীমানাহীন মাঠে মাঠে
এই সব ছোট ছোট গ্রাম
আমার দেশের নাম খোদা তার সোনার ফলকে।
আমার সোনার দেশ,
সোনা হল এইসব গ্রামে গ্রামে।

ক. রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে কী নীড়ে ফিরছে? ১
খ. এ দেশকে কার্তিকের নবান্নের দেশ বলা হয়েছে কেন? ২
গ. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটির মিল দেখাও। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি আবার 'আসিব ফিরে' কবিতার মূল ভাবের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না।" –বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন -২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এ কি অপরূপ সুষমায় আমার মন ভরেছো তুমি
আমার সোনার দেশ, প্রিয় জন্মভূমি।
রূপের রানি বাংলা মা তোর পল্লি সুখের ছায়
তোরে নিয়ে শান্তি পাইগো ঘাসের গালিচায়
শাপলা, শালুক, পদ্ম কুড়াই দিঘির জলে নামি
আমার সোনার দেশ, প্রিয় জন্মভূমি।

ক. 'ধবল' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'কার্তিকের নবান্নের দেশ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় যে ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার কবির প্রত্যাশা আরও ব্যাপক–মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন -৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজকে সকালে এই গ্রাম দেখে পলক পড়ে না চোখে
নদীর কিনারে, ঘন বনের ধারে অমাবস্যার দিঘির পাড়ে,
আম জাম কাঁঠালের মিনারে মিনারে,
ধান ক্ষেত ঘেরা সীমানাহীন মাঠে মাঠে
এই সব ছোট ছোট গ্রাম,
আমার দেশের নাম খোদা তার সোনার ফলকে
আমার সোনার দেশ
সোনা হল এই সব গ্রামে গ্রামে।

ক. লক্ষ্মীপেঁচা কোথায় ডাকছে? ১
খ. 'খইয়ের ধান' শিশু উঠানে ছড়ায় কেন? ২
গ. কবিতাংশে বর্ণিত 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার আলোকিত দিকটি চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটির মুখ্য বিষয় প্রকাশ পেয়েছে।" – বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন -৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমি বাংলায় গান গাই
আমি বাংলার গান গাই
আমি আমার আমিকে চিরদিন
এই বাংলায় খুঁজে পাই।
বাংলা আমার জীবনানন্দ
বাংলা প্রাণের সুর।
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি
দেখি বাংলার মুখ ॥

ক. ধানসিঁড়ি নদীর তীরে কে ফিরে আসবেন? ১
খ. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় বর্ণিত সন্ধ্যার চিত্রটি কেমন? ২
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য দেখাও। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার মূলভাবের ধারক– মন্তব্যটি বিচার কর"। ৪

প্রশ্ন -৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হাজার বছরের ধুলোমাখা পথ
নবান্নের ধান ছড়ানো সোনালী প্রভাত
ডাহুকের সুরেলা বিকেল
এসব আমার সত্তায় মাখামাখি।
পৌষের বেলা শেষে দূরের আলপথ
যেখানের ঘাসে গড়াগড়ি খায় সন্ধ্যা
কাকতাড়ুয়ার মাথায় সুর তোলে ফিঙ্গে মেয়ে
এসব আমার দু'চোখে জুড়ে।
বাংলার পথে ঘাটে মাঠে
আমি হাজার বছর থাকবো
বাতাসের নিঃশ্বাস হয়ে।

ক. কিশোরীর ঘুঙুর কোথায় রবে? ১
খ. 'সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে'- চরণটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপক ও 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি মূলত কবির বাংলার রূপ সৌন্দর্যের প্রতি অসীম আবেগের বহিঃপ্রকাশ"– মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

রুপাই- জসীম উদ্‌দীন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সজল স্কুলের সেরা ছাত্র। সে যেমন পড়াশোনায় ভালো তেমনি খেলাধুলায়। সজল ভালো ছবি আঁকতে পারে। কিন্তু তার চেহারা খুবই খারাপ। গায়ের রং যেমন কালো তেমনি বিশাল তার দেহ। দুষ্ট ছেলেরা তাকে কসাই বলে ডাকে। স্যারেরা ডাকে কালোমানিক নামে।

ক. রুপাইয়ের বাহু কীসের মতো সরু?
খ. 'কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া।' -বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের সাথে 'রুপাই' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কীসের রঙিন ফুল!' কথাটি উদ্দীপক ও রুপাই কবিতার মূল কথা- যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত কর।

২। গ্রামে কবিগান হচ্ছে। প্রথম কবিয়াল কালোর পক্ষ নিয়েছে। দ্বিতীয় নিয়েছে সাদার পক্ষ। দ্বিতীয় কবিয়াল কালোর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলল। বলল, কালো মন্দের প্রতীক। কালো মানে সব খারাপ। কালোর পক্ষ নেওয়া প্রথম কবিয়াল কালো সম্পর্কে বলল, চোখ কালো, বইয়ের লেখা, কেতাব, কোরআন, মৃত্যু-জন্ম সব কালো। শেষে প্রথম কবিয়াল বলল, কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে?

ক. জসীমউদ্‌দীনের গ্রামের নাম কী?
খ. 'রং পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের প্রথম কবিয়াল কালোর যে বর্ণনা দিয়েছে তাতে 'রুপাই' কবিতার রুপাইয়ের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে- ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "গায়ের রং নয়, মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় তার কর্মে।"- কথাটি রুপাই কবিতা ও উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩। অফিসের পিয়ন কামাল খুব বুদ্ধিমান। সে সারাদিন কাজে ফাঁকি দেয়। সে দেখতে সুন্দর কিন্তু খুবই হিংসুটে। অফিসের বড় সাহেব যা বলে তা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে। কিন্তু অফিসের অন্য কারো কথা সে শোনে না। অফিসের সব গোপন কথা সে বড় সাহেবের কাছে বলে। এজন্য সবাই তাকে অপছন্দ করলে ও বড় সাহেব তার প্রশংসা করেন।

ক. 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কী ধরনের কাব্য?
খ. 'শাল-সুন্দি-বেত'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের সাথে রুপাই কবিতার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকের কামাল রুপাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চরিত্র"- কথাটির সত্যতা যাচাই কর।

৪। শাহাদাত ভালো লাঠি খেলোয়াড়। এলাকায় তার সুনাম আছে। লাঠি খেলার পাশাপাশি সে ভালো কুস্তিও খেলে। তার শরীরে যেমন শক্তি তেমনি তার ভয়ঙ্কর চেহারা। তার চেহারা দেখেই প্রতিপক্ষ হতাশ হয়ে পড়ে। এমন কোনো কাজ নেই যা শাহাদাত পারে না। ভালো খারাপ সব কাজই সে করে টাকার বিনিময়ে।

ক. জসীমউদ্‌দীন রচিত উপন্যাসের নাম কী?
খ. 'আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী' কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের সাথে রুপাই কবিতার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য যুক্তি দিয়ে দেখাও।
ঘ. "উদ্দীপকের শাহাদাত রুপাই কবিতার রুপাইর মতো নামি-দামি হলেও রুপাই কবিতার মূল বক্তব্য প্রতিফলিত হয়নি।" কথাটির যথার্থতা যাচাই কর।

একুশের গান-

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রশ্ন -১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী

অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।
এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালী নয়কো, রক্ত রঙিন ধান
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলাদেশের প্রাণ।

ক. 'একুশের গান' কবিতাটি কত সালে প্রকাশিত হয়? ১
খ. কবি কেন একুশে ফেব্রুয়ারিকে জেগে উঠতে আহ্বান করেছেন? ২
গ. উদ্দীপক ও 'একুশের গান' কবিতার মধ্যে যে দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'একুশের গান' কবিতার বিষয়বস্তুর আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন -২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হয় ধান নয় প্রাণ–এ শব্দে/সারা দেশ দিশাহারা,
একবার মরে ভুলে গেছে আজ/মৃত্যুর ভয় তারা।
শাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে-পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

ক. 'একুশের গান' কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা কী নিয়ে গর্ব করতে শিখবে? ১
খ. কবিতায় পশু বলা হয়েছে কাদের এবং কেন? ২
গ. উদ্দীপকটি 'একুশের গান' কবিতার কোন দিকটি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'তারা' 'একুশের গান' কবিতার ভাষা শহিদের প্রতিরূপ।–যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন -৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

উদ্দীপক-১ :

মায়ের ভাষায় কথা বলাতে
স্বাধীন আশায় পথ চলাতে
হাসিমুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ
সেই স্মৃতি নিয়ে গেয়ে যাই গান।

উদ্দীপক-২ :

ভাইয়ের বুকে রক্তে আজিকে
রক্ত মশাল জ্বলে দিকে দিকে।
সংগ্রামী আজ মহাজনতা
কণ্ঠে তাদের নব বারতা,
শহীদ ভাইয়ের স্মরণে।

ক. 'একুশের গান' কবিতার রচয়িতা কে? ১
খ. 'জাগো নাগিনীরা, জাগো কালবোশেখীরা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপক-১ 'একুশের গান' কবিতার কোন ভাবের সংগে সংগতিপূর্ণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক-১ ও ২ এ প্রকাশিত চেতনা 'একুশের গান' কবিতার মূল চেতনার সমান্তরাল নয়।– এ কথার সঙ্গে তুমি কি একমত? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন -৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ওরা কেড়ে নিতে চায় বুকের স্বপ্ন, মায়ের মুখের ভাষা,
ঝরিয়ে রক্ত, ভাইয়ের প্রাণ, হৃদয়ের ভালোবাসা।
জেগে উঠো আজ সাহসী যৌবন, আনো নব উত্থান,
দ্রোহের আগুনে পোড়াও ওদের, গাও বিজয়ের গান।

ক. 'একুশের গান' কবিতার পটভূমি কী? ১
খ. "দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়'– বলতে কী বোঝানো হয়েছে। ২
গ. উদ্দীপক ও 'একুশের গান' কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপক ও 'একুশের গান' কবিতার মূলসুর একই।"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

প্রশ্ন-৫ ▶

ক. একুশে ফেব্রুয়ারি কার অশ্রুতে গড়া? ১
খ. 'আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি।'এ চরণে কবি কী প্রকাশ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ছবিতে 'একুশের গান' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উপরের ছবিতে প্রকাশিত ভাবই 'একুশের গান' কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে-বিশ্লেষণ কর। ৪